দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ 18 JUL ১৯৯৮
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

5

সেট কোডে ভুলে ফেল করা পরীক্ষার্থীদের বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

সেট কোডে ভুল করা পরীক্ষার্থীদের মানবিক বিবেচনায় ক্ষমার জন্য পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

সেট কোডে ভুলে

(প্রথম পাতার পর)

আবেদন-নিবেদন অব্যাহত রয়েছে। সবার বক্তব্য এক, অনুরোধ একটিই—তা হচ্ছে মানবিক বিবেচনায় এবারের মতো তরুণ শিক্ষার্থীদের ক্ষমা করা হোক।

এসএসসি পরীক্ষায় সেট কোডে ভুলের কারণে ফেল করা তিন হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য এই আবেদন-নিবেদন। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিদিন নানা মাধ্যমে অসংখ্য অনুরোধ যাচ্ছে। এ প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে স্কুল থেকে। স্কুল বলছে শিক্ষা বোর্ডের কথা। শিক্ষা বোর্ড থেকে দেখানো হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরপর বাকি থাকে প্রধানমন্ত্রী। বুধবার 'এসএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয় প্রতিকার অভিভাবক সমন্বয় কমিটি' প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। এর পরও মানবিক বিবেচনায় ক্ষমা না করা হলে অভিভাবকরা আগামী ২০ জুলাই পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করবে। ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফেজউদ্দিন আহমেদ জানান, মানবিক কারণে ফেল করা ছাত্রকে তো পাস করানো যায় না। এক প্রশ্নের জবাবে চেয়ারম্যান বলেন, এখন পর্যন্ত নতুন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

এদিকে ফল প্রকাশের দশদিন পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড চুপচাপ থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ। তাঁরা জানান, আমরা ও আমাদের সন্তানরা যে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি তা হয়ত ওপর মহল বুঝতে পারছেন না। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে দু'টি বিকল্প প্রস্তাবও দেয়া হয়েছে। শিক্ষক সংগঠনগুলো বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি ও শিক্ষা সচিবের সাথে সাক্ষাতকালে মানবিক বিবেচনায় ছাত্রদের এ ভুল ক্ষমা করার অনুরোধ জানিয়েছে। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা ভুল ক্ষমা করার দাবিতে জোট গড়ে তুলেছে। রাজপথে নেমেছেন অভিভাবকরা। তাদের দেয়া প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে—যেসব পরীক্ষার্থী সেট কোড লিখতে ভুল করেছে তাদের নিজ নিজ রোল নম্বর ও প্রশ্নপত্রের সেট কোড উল্লেখ করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবরে আবেদনের সুযোগ দেয়া হোক। কর্তৃপক্ষ রোল নম্বর ও প্রশ্নপত্র দেখে পরীক্ষার্থী কোন সেটে ফেল করেছে তা নির্ধারণ করতে পারবে। অপর প্রস্তাব হচ্ছে—পরীক্ষার্থী যে বিষয়ে সেট কোড লেখেনি সেই বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের নম্বরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গড় নম্বর দেয়া হোক।